Naribhanar Aloke Manik Bandopadhyayer Saharbaser Itikatha

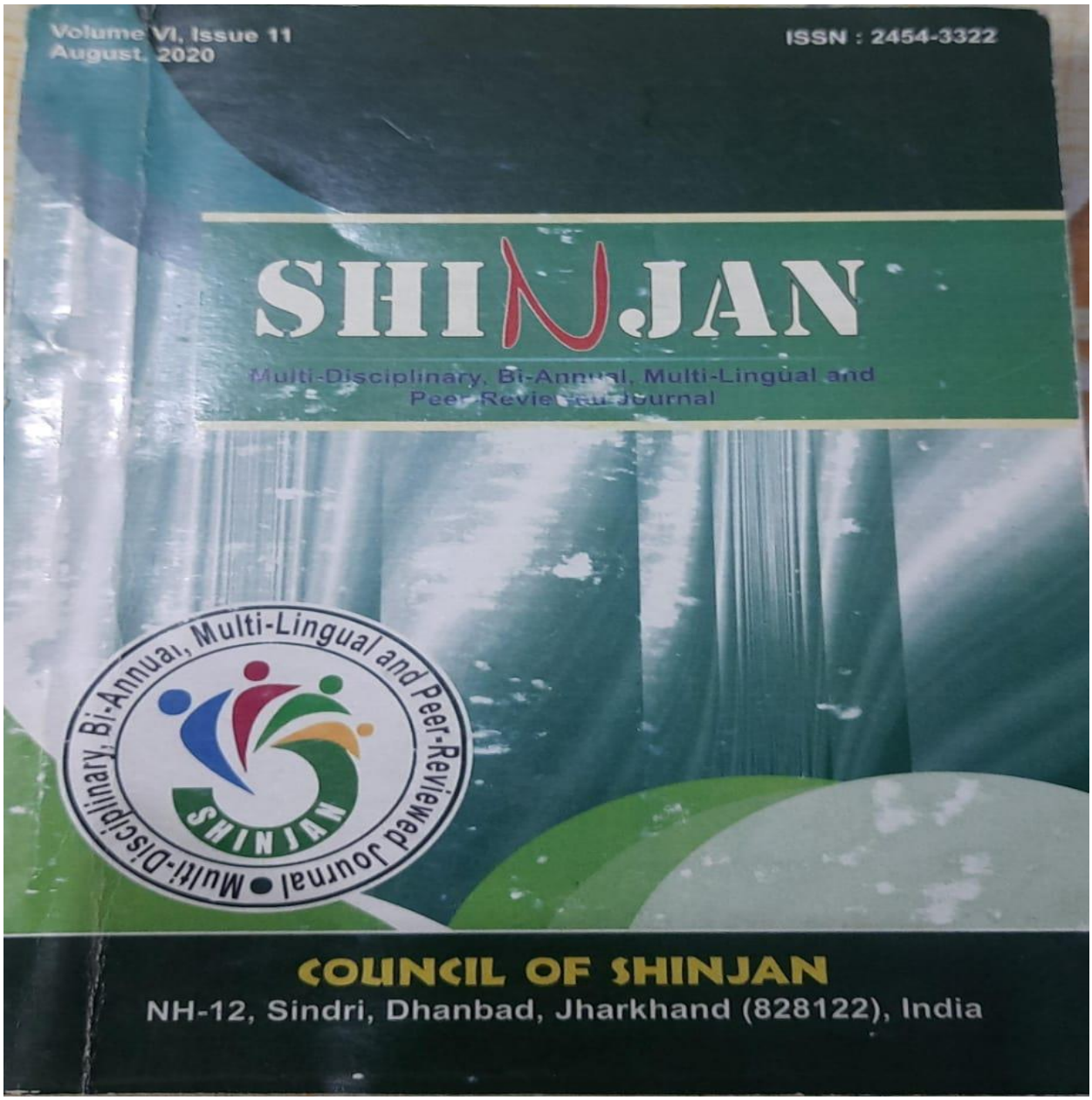

SHINJAN
Volume VI, Issue 11, August-2020
ISSN : 2454-3322

নারী-ভাবনার আলোকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরবাসের ইতিকথা'

বরুণ মন্ডল

সংক্ষিপ্তসার

'শহরবাসের ইতিকথা' ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ স্বাধীনতার আগের বছর। বিভিন্ন শ্রেণির, ভিন্ন অবস্থার নারীদেরকে ঔপন্যাসিক ওই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সন্ধ্যা, লাবণ্য, কদম, ঝরণা, চাঁপা, দুর্গা এই ভিন্ন শ্রেণির নারীদের প্রতিনিধি। এরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্ব করলেও একটা জায়গায় এদের মিল রয়েছে এরা প্রত্যেকেই আত্মসচেতন। এরা কেউ পুরুষের প্রলোভনে বিশ্বাস করে নি। প্রত্যেকেই কড়ায় গন্ডায় নিজের অধিকার বুঝে নিতে চেয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে নারী কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী নয়। 'শহরবাসের ইতিকথা'-উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। যার একদিকে স্বচ্ছল পরিবারের মেয়েরা যারা লেখাপড়া জানে। এদের মধ্যে রয়েছে সন্ধ্যা, লাবণ্য, ঝরণা। অন্যদিকে নিম্নবিত্ত পরিবারের কদম। আর শহরের নিষিদ্ধপল্লীর চাঁপা এবং দুর্গা।

মূল শব্দ: *নারী-ভাবনা, মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারী, শ্রমজীবি শ্রেণির নারী, পতিতা নারী।*

'কল্লোল' যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মানিক বন্দোপাধ্যায়। মানুষের কঠিন কঠোর জীবনযুদ্ধের কথা, সমাজে টিকে থাকার জন্য যে সংগ্রাম প্রয়োজন এটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। জীবনসংগ্রাম, নরনারীর যৌনতার প্রসঙ্গ যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি এইসব বর্ণনা একেবারে বাস্তবের পটভূমি থেকে সংগ্রহ করেছেন। সম্মিলন ঘটিয়েছেন বিচিত্র নরনারীর। শুধু জীবনসংগ্রাম নয় বিংশ শতাব্দীর নাগরিক মানসিকতাও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে ব্যাপক